বিল নং.............., ২০২১

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়বিক্রয় এবং সরবরাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু দেশে প্রচলিত মুদ্রার আদলে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, মজুত, পরিবহণ, সরবরাহ, সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম প্রতিরোধসহ জাল মুদ্রা-সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি পুনর্নির্ধারণ এবং বৈধ মুদ্রা ব্যবহারে আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**—এই আইন 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২১' নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'আদালত' অর্থ দায়রা জজ আদালত বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালত বুঝাইবে;

(খ) 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নং আইন)-এর ধারা ২(খ) অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে;

(গ) 'জালকারী' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রের কোনো সদস্য কিংবা জালিয়াত চক্রের পক্ষে কর্ম সম্পাদনকারী যে-কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(ঘ) 'জাল মুদ্রা' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নহে এইরূপ—

(ক) মুদ্রাসদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোনো মুদ্রা নহে এবং যাহাতে আসল মুদ্রার এক বা একাধিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত; বা

(খ) স্মারক মুদ্রাসদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোনো স্মারক মুদ্রা নহে বুঝাইবে;

(ঙ) 'টেম্পার্ড (Tempered) মুদ্রা' অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে মুদ্রার নম্বর অথবা অন্য কোনো মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্য বা অন্য কোনো নিরাপত্তা-বৈশিষ্ট্য টেম্পারিং (Tempering) বা ঘষা-মাজা করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা বুঝাইবে;

৩০.১২.২০২০

কাজী জুলফিকার আলী
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কো

(চ) ‘দাবিকৃত মুদ্রা’ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী দাবিযোগ্য মুদ্রা বুঝাইবে;

(ছ) ‘পাঞ্চড (Punched) মুদ্রা’ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা বাতিলকরণের উদ্দেশ্যে Issue Department Manual of Bangladesh Bank-এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক মুদ্রার নির্ধারিত স্থানে ছিদ্রকৃত কোনো কাগুজে আসল মুদ্রা বুঝাইবে;

(জ) ‘বাংলাদেশ ব্যাংক’ অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক বুঝাইবে;

(ঝ) ‘ব্যাংক কোম্পানি’ অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)-এর ধারা ৫(ণ)-তে গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী ব্যাংক কোম্পানি বুঝাইবে।

(ঞ) ‘ব্লিচড (Blitched) মুদ্রা’ অর্থ নিম্ন মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোনো উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে উচ্চ মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা বুঝাইবে;

(ট) মিসম্যাচড (Mismatched) মুদ্রা’ অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে একাধিক মুদ্রার অংশবিশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা বুঝাইবে;

(ঠ) ‘মুদ্রা’ অর্থ বাংলাদেশের বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত কোনো ধাতব মুদ্রা, কারেন্সি নোট বা ব্যাংক নোট বুঝাইবে;

(ড) ‘স্মারক মুদ্রা’ অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দিবস বা ঘটনার স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত কাগুজে নোট বা ধাতব মুদ্রাকে বুঝাইবে;

৩। **আইনের প্রাধান্য**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

৪। **কমিটি, সেল গঠন ইত্যাদি**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনীয়সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সভাপতিত্বে ‘জাল মুদ্রা প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’ গঠন করিতে পারিবে এবং কমিটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং জাল মুদ্রা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ‘জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সেল’ গঠন করিতে পারিবে। সেলের গঠন ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩০.১২.২০২০

কাজী জুলাফকার আলী
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ

৫। **তথ্য ভান্ডার স্থাপন**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট জাল মুদ্রা বাহক, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত একটি তথ্য ভান্ডার পরিচালনা করিবে।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইলে বা কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করিবে; উক্ত তথ্য জাল নোট প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বা জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সেলের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে।

(৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো আইনগত কার্যধারা পরিচালনার প্রয়োজনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

৬। **প্রবেশ, তল্লাশি, গ্রেফতার, জব্দ ইত্যাদির ক্ষমতা**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পুলিশের উপ-পরিদর্শক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা কাস্টমসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা অথবা সমমর্যাদাসম্পন্ন অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ল্যান্স নায়েক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা কোস্ট গার্ড বাহিনীর পেটি অফিসার অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা জাল মুদ্রা প্রস্তুত, মজুত, বিপণন, পরিবহণ করা হয় এইরূপ কোনো সন্দেহজনক স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করিতে পারিবেন।

(২) তল্লাশিকালে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, মজুত, বিপণন ও পরিবহণে সম্পৃক্ত কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাহাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে।

(৩) তল্লাশিকালে প্রাপ্ত সন্দেহজনক মুদ্রা, জাল মুদ্রা লেনদেন হইতে প্রাপ্ত প্রচলিত বৈধ স্থানীয় বা বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ বা ব্যাংক হিসাব, প্লাস্টিক মানি তথা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড) যাহাই থাকুক না কেন, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, স্ক্যানার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি এবং কাগজ-কালি, রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি জব্দ করা যাইবে।

৭। **বাজেয়াপ্তকরণ ও বিলি-বন্দেজ**—(১) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো দ্রব্যের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদানের সঙ্গে দ্রব্যসমূহ সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তার নিকট

৩০.১২.২০২১

কাজী জুলফিকার আ...
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কো...
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মামলার আলামত হিসাবে ব্যবহার, হস্তান্তর, নিলাম বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিলি-বন্দেজের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) তল্লাশিকালে ধারা ৬(৩)-এ জব্দকৃত কোনো বৈধ মুদ্রা বা বৈদেশিক মুদ্রা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

৮। **অভিযোগ বা মামলা দায়ের**—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধি নিকটস্থ থানা অথবা আদালতে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৯। **জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ**—বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাল মুদ্রা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতিসহ যে-কোনো উপকরণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ক্রয়বিক্রয় বা সরবরাহ বা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

১০। **জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ**—নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুদ্রা জালকরণ-সংক্রান্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথা :

(১) মুদ্রা জালকরণ বা জ্ঞাতসারে মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার যে-কোনো অংশ সম্পাদন করা;

(২) কোনো মুদ্রা জাল বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, জাল মুদ্রা ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, গ্রহণ কিংবা অন্য কোনোভাবে উহাকে আসল মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার বা লেনদেন করা;

(৩) মুদ্রা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে অথবা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করা হইবে জানা সত্ত্বেও বা তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো যন্ত্র, হাতিয়ার, উপাদান বা সামগ্রী প্রস্তুত করা বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোনো অংশ সম্পাদন করা, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ, আমদানি-রপ্তানি, মেরামত, বহন, হেফাজত বা নিজের দখলে রাখা;

(৪) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন বা তথ্য আদানপ্রদান;

(৫) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত ফাইল, অডিও ও ভিডিও ক্লিপিং ইত্যাদির হার্ডকপি কিংবা সফটকপি দখলে রাখা;

(৬) জাল মুদ্রা বিদেশ হইতে দেশে বা দেশ হইতে বিদেশে সরবরাহ বা পরিবহণ বা পাচার;

কাজী জুলফিকার আ...
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কো...

(৭) ব্লিচড বা টেম্পার্ড বা মিসম্যাচড মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার বা লেনদেনে ব্যবহার বা বহন বা দখলে রাখা;

(৮) বাংলাদেশ ব্যাংক বা অনুমোদিত প্রিন্ট বা মিন্ট কর্তৃক বাতিলকৃত বিকৃত মুদ্রা বাজারজাতকরণ বা লেনদেনে ব্যবহার;

(৯) কোনো মুদ্রা জাল বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উহা আসল মুদ্রা বলিয়া চালাইবার উদ্দেশ্যে বা উহা যাহাতে আসল মুদ্রা বলিয়া চালানো যায় সেই উদ্দেশ্যে জাল মুদ্রা দখলে রাখা;

(১০) জ্ঞাতসারে জাল মুদ্রা অথবা আসল মুদ্রা সম্পর্কিত কোনো গুজব ছড়ানো; এবং

(১১) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশি নূতন অথবা পুরাতন যে-কোনো প্রকার মুদ্রা মুনাফা অর্জন, প্রতারণা অথবা অন্য যে-কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে দেশি বা বিদেশি মুদ্রায় ক্রয়বিক্রয়।

১১। দণ্ড—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১০(১) হইতে ১০(৭) পর্যন্ত বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ০১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১০(৮)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১২ (বারো) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১০(৯)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ০৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১০(১০)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১০(১১)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ০৫ (পাঁচ) লক্ষ

৩০.১২.২০২১

কাজী জুলফিকার আলী
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ

টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১২। **ক্যামেরায় গৃহীত স্থির বা ভিডিও চিত্র, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য**—অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাল নোট প্রস্তুত, ধারণ, বহন, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ বা উহার সহিত সম্পৃক্ত কোনো অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনের সহায়তা-সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধারণ বা গ্রহণ করা হইলে বা কোনো কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা গোপনে বা প্রকাশ্যে কিংবা টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাস বা অন্য কোনো মাধ্যমে ধারণ করা হইলে বা টেপ রেকর্ডার বা ডিস্কে ধারণ করা হইলে, এতৎসম্পর্কিত ছবি বা উক্ত ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক ইত্যাদি উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

১৩। **জাল মুদ্রা প্রত্যয়ন (Certifying) করিবার ক্ষমতা**—বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কারেন্সি অফিসার বা তাহার প্রতিনিধিগণ মুদ্রা খাঁটি কি না এই বিষয়ে মতামত প্রদান করিতে পারিবেন। কী কারণে মুদ্রা কিংবা মুদ্রাগুলি জাল হইয়াছে অথবা জাল হয় নাই সেই বিষয়ে উপযুক্ত কারণ মতামতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন। এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কারেন্সি অফিসার বা তাহার প্রতিনিধিগণের মতামত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **তদন্ত**—(১) এই আইনের অধীন রুজুকৃত মামলা বা অভিযোগ উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া আদালতে অভিযোগনামা ও প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। কোনো কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে তদন্তের সময়সীমা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

উপধারা (২)-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবেন।

৩০.৮.২০২০

কাজী জুলফিকার আলী

১৫। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**—এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপসযোগ্য (Non-compoundable) ও অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **অপরাধের বিচার**—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী দায়রা জজ আদালত বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

১৭। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ**—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে এই আইনের অধীনে গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি, জব্দ, মামলা দায়ের, তদন্ত, অনুসন্ধান, অপরাধ আমলে গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **আপিল**—বিচারিক আদালত কর্তৃক রায় প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করা যাইবে।

১৯। **প্রশাসনিক ব্যবস্থা**—(১) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রা লেনদেন ও সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তিকে জাল মুদ্রা সরবরাহ করিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট-এ অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১' এবং 'Foreign Exchange Regulation Act, 1947'-এর বিধিবিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রা লেনদেন ও সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা জরিমানা আরোপ করা যাইবে এবং জরিমানার পরিমাণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **পুনর্বিবেচনার আবেদন**—ধারা ১৯-এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা জরিমানা আরোপ করা হইলে উক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা জরিমানা আরোপের ১৪ (চৌদ্দ) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রা লেনদেন ও সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নিকট তাহা পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০.১২.২০২২

কাজী জুলফিকার আলী
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা জারির ক্ষমতা**—জাল মুদ্রা প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় আদেশ/প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে।

২৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজিতে অনূদিত পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

কাজী জুলফিকার আ
বিশেষজ্ঞ, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কো
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরক